**পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স-এর নবনির্মিত ‘এনকম সেন্টার' উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

ঢাকা, রবিবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩, ৩১ ভাদ্র ১৪২০

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ,

বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত

পুলিশ সদস্যবৃন্দ,

সুধিমন্ডলী

আসসালামু আলাইকুম।

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স চত্বরে নবনির্মিত ন্যাশনাল ক্রাইম কন্ট্রোল এন্ড অপারেশনস্ মনিটরিং (এনকম) ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাই। এ ভবন নির্মাণে সহযোগিতা করার জন্য আমাদের অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী জাপান সরকারকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

এনকম ভবন নির্মাণ হওয়ায় পুলিশের অপারেশনাল ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি পাবে। লিগাল সার্ভিস ডেলিভারি কার্যক্রম আরও সুষ্ঠুভাবে মনিটরিং করা যাবে। কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রম সম্প্রসারণ, জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদ নিয়ন্ত্রণসহ পুলিশের কমান্ড ও কন্ট্রোল সিস্টেম নির্বিঘ্ন হবে। ফলে পুলিশের সার্বিক কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে।

সুধিবৃন্দ,

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাতে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের পুলিশ সদস্যগণ হানাদারদের বিরদ্ধে সর্বপ্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। আমি সেসব বীর যোদ্ধাসহ মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ পুলিশ সদস্যদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। মহান মুক্তিযুদ্ধে পুলিশ বাহিনীর অবিস্মরণীয় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আমরাই প্রথম বাংলাদেশ পুলিশকে ‘স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১১' প্রদান করি।

পুলিশের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনকালে বিভিন্ন সময়ে যে সকল পুলিশ সদস্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, আমি তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

সুধিমন্ডলী,

জাতির পিতা তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের পাশাপাশি একটি জনবান্ধব ও আধুনিক পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলার কাজে হাত দেন।

তিনি ধ্বংসপ্রাপ্ত ৮২টি থানা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। পুলিশের বিভিন্ন স্থাপনা পুনঃনির্মাণ করেন। তিনি চেয়েছিলেন স্বাধীন দেশের উপযোগী একটি চৌকষ, পেশাদার পুলিশ বাহিনী গড়ে তুলতে। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে জাতির পিতাকে হত্যা করা হলে অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকান্ডের মত থেমে যায় বাংলাদেশ পুলিশের উন্নয়ন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকার পরিচালনার দায়িত্বে এসেছে জাতির পিতার প্রদর্শিত পথে একটি সুশৃঙ্খল, দায়িত্বশীল, জবাবদিহিমূলক ও জনবান্ধব পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করেছে।

গত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে আমরা পুলিশের জন্য বাজেটে বরাদ্দ বহুলাংশে বৃদ্ধি করি। ঝুঁকিভাতার প্রচলন, কল্যাণ ফান্ড গঠন, বিভিন্ন থানা ও ব্যারাক নির্মাণসহ অনেক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করি।

এবার সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার পর পুলিশে ৭৩৩টি ক্যাডার পদসহ ৩২ হাজার পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ইতোমধ্যে ৫০০টি ক্যাডার পদসহ ২৮ হাজার ২৫০টি নতুন পদ সৃষ্টির কাজ শেষ হয়েছে। আমরা ২৮ বছর পর জাতির পিতা প্রদত্ত আইজিপি'র র‌্যাংক ব্যাজ পুনঃপ্রবর্তন করেছি। আইজিপি পদকে সিনিয়র সচিবের মর্যাদা প্রদান করেছি। পুলিশ বিভাগের একাধিক গ্রেড-২ পদকে গ্রেড-১ পদে উন্নীত করা হয়েছে।

আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ ইউনিট, রংপুর রেঞ্জ, রংপুর আরআরএফ গঠনসহ ২৯টি থানা এবং ৪৭টি তদন্তকেন্দ্র স্থাপন করেছি। দুটি সিকিউরিটি ও প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন গঠন করেছি। পুলিশ ইউনিটগুলোতে যানবাহন সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। তদন্তের গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) গঠনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

সন্ত্রাসী ও জঙ্গী কার্যক্রম দমনে ন্যাশনাল পুলিশ ব্যুরো অব কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট গঠনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। ট্যুরিস্ট পুলিশ, ক্যাম্পাস পুলিশ, নৌ পুলিশ গঠনের কাজ শীঘ্রই সম্পন্ন করা হবে। বিমানবন্দরের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য স্থায়ীভাবে প্রযুক্তি নির্ভর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন গঠনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

জাতিসংঘ শান্তিমিশনে বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যগণ সুনামের সাথে কাজ করে বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছেন। শান্তিমিশনে পুলিশ প্রেরণকারী দেশের মধ্যে আমরা শীর্ষস্থানে রয়েছি। এটি অনেক গর্বের; অনেক সম্মানের।

আমরা এসআই/সার্জেন্ট পদকে ৩য় শ্রেণীর পদ হতে ২য় শ্রেণীতে এবং ইন্সপেক্টর পদকে ২য় শ্রেণীর পদ হতে ১ম শ্রেণীর নন-ক্যাডার পদে উন্নীত করেছি। আপনাদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে।

 আমরা নারী পুলিশ নিয়োগের উপর গুরুত্ব দিয়েছি। নারী ও শিশু সংক্রান্ত মামলা তদন্তসহ অন্যান্য পুলিশি কার্যক্রমে নারী পুলিশ সদস্যগণ দৃশ্যমান সফলতা প্রদর্শন করছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের হাইতি ও কঙ্গোতে কর্মরত নারী ফরম্‌ড পুলিশ ইউনিট অত্যন্ত সফলতার সাথে কাজ করছে। নারী পুলিশের তত্ত্বাবধানে ০২টি ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার পরিচালিত হচ্ছে। আরও ০৬টি ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার অতিসত্ত্বর চালু হতে যাচ্ছে।

সুধিবৃন্দ,

আমাদের লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। এর পূর্বশর্ত হলো বিনিয়োগের পরিবেশকে সমুন্নত রাখা। ব্যক্তি, সম্পদ ও প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। আর এই নিরাপত্তার পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে পুলিশের উপর। দেশের উন্নয়ন বিরোধী যে কোন অপশক্তি দমনে আপনাদেরকে আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

পাশাপাশি আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে, আপনাদের কাছে বিপদগ্রস্থ মানুষ আসে সাহায্যের প্রত্যাশায়। থানা, তদন্ত কেন্দ্র, ফাঁড়ি, পুলিশ বক্স এবং পুলিশের অন্যান্য দপ্তরে আগত মানুষ যাতে অযথা হয়রানি, দুর্ব্যবহার বা কোন দুর্ভোগের শিকার না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। পেশাগতভাবে দায়িত্বশীল এবং মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল থেকে আপনাদেরকে জনগণের আস্থা অর্জন করতে হবে।

সুধিমন্ডলী,

ধর্মান্ধ জামায়াত-শিবির ও হেফাজতের হিংস্র, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও ধ্বংসযজ্ঞ রোধে পুলিশ সদস্যগণ যে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, ত্যাগ, নিষ্ঠা, নিরপেক্ষতা ও পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য আমি এ বাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে ধন্যবাদ জানাই।

জামাত-শিবিরের নির্মম আক্রমনের শিকার হয়ে যে সকল পুলিশ সদস্য শাহাদাত বরণ করেছেন তাঁদের প্রত্যেকের পরিবারকে আমরা আর্থিক এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সহায়তা প্রদান করেছি। যে সকল পুলিশ সদস্য গুরুতর আহত হয়েছেন, আমরা তাৎক্ষনিকভাবে বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে তাঁদেরকে হেলিকপ্টারযোগে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে এনেছি। উন্নত চিকিৎসার পাশাপাশি অন্যান্য আনুসঙ্গিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা নিয়েছি।

পুলিশ সদস্যগণ কর্তব্যরত অবস্থায় আহত হলে অনুদান সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ লক্ষ টাকা এবং নিহত হলে অনুদান ৩ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এছাড়াও আপনাদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত ৩০% ঝুঁকি ভাতা মঞ্জুরীর বিষয়টিও চুড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

আমাদের সরকারের জনবান্ধব কর্মসূচির ফলে বিগত সাড়ে চার বছরে দেশ অনেকদূর এগিয়ে গেছে। মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্ব মন্দা সত্ত্বেও গড় প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৫ শতাংশ। বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩২০০ মেগাওয়াট থেকে ৬,৬৭৫ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। উৎপাদন ক্ষমতা উন্নীত হয়েছে ৯,০৫৯ মেগাওয়াটে। গ্যাস উৎপাদন ৬০০ মিলিয়ন ঘনফুট বেড়েছে। নতুন নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হচ্ছে।

মানুষের মাথাপিছু আয় ২০০৮ সালে ছিল ৬৩০ ডলার যা বেড়ে হয়েছে ১,০৪৪ ডলার। প্রায় ৫ কোটি মানুষ নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে উন্নীত হয়েছে। আমরা দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি। সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ বাড়িয়েছি। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, তথ্য-প্রযুক্তিসহ প্রতিটি সেক্টরে আমরা সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করেছি। বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বুকে উন্নয়নের রোল মডেল।

প্রিয় পুলিশ সদস্যবৃন্দ,

আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য হিসেবে আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। আমার বিশ্বাস আপনারা নিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতার সাথে সে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবেন।

বিশ্বায়নের ফলে পুলিশের কাজের ধরণ ও পরিধি প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক জঙ্গীবাদ, সাইবার ক্রাইম, মানি লন্ডারিং, মাদক পাচার ও এর অপব্যবহার, চোরাচালান, নারী-শিশু পাচারের মত নতুন নতুন অপরাধ দমনে পুলিশকে কাজ করতে হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হচ্ছে। এ জন্য উন্নত প্রশিক্ষণ ও তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগকে আমরা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছি। পুলিশ বাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ হতে হবে। অপরাধ ও অপরাধী সনাক্তকরণে আন্তর্জাতিক মান অর্জন করতে হবে।

আমরা চাই, দেশের প্রতিটি মানুষ স্বাধীনতার সুফল ভোগ করুক। জাতির পিতার সোনার বাংলা গড়ে তুলে-লাখ শহীদের রক্তের ঋণ আমরা শোধ করতে চাই। এ লক্ষ্য অর্জনে আপনারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি সদস্য ত্যাগ ও সেবার মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে দেশ ও জনগণের সেবায় এগিয়ে আসবেন। কর্মক্ষেত্রে কোন ধরণের চাপে প্রভাবিত না হয়ে আপনারা নিরপেক্ষ থেকে নির্ভয়ে, নির্বিঘ্নে ও পেশাদারিত্ব বজায় রেখে জননিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় কাজ করবেন- এটাই আমার প্রত্যাশা।

আমি বাংলাদেশ পুলিশের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য ও অব্যাহত অগ্রযাত্রা কামনা করছি। সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি নবনির্মিত এনকম ভবনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা-জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

বাংলাদশ পুলিশ সফল হোক।